তারুণ্যের বিকাশ ও বিপর্যয়

ইউনিট
৬

ভূমিকা

ইংরেজি এডোলেসেন্স (Adolescence) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ তারুণ্য বা বয়ঃসন্ধিকাল। তারুণ্য জীবন বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং এ বয়সের ছেলেমেয়েরা না শিশু না পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি। এই সময় একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে সে উভয় দিকের পরিপক্কতা অর্জন করে। দৈহিক পরিণতির প্রারম্ভে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অসংগত আচরণ, খামখেয়ালিপনা, অতিরিক্ত কৌতূহল, অবদমিত ও ছেলেমানুষী আবেগ লক্ষ্য করা যায়, তবে তা স্থায়ী প্রকৃতির নয়। সুষম পরিবেশ, পরিতৃপ্তির সাথে ন্যায়সংগত চাহিদা পূরণ, সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ তারুণ্যকে উদ্দীপিত করে। বাবা-মা ও পরিবারের সহযোগিতা এবং সঠিক পরিচালনা তাদের চলার পথ মসৃণ ও সুখময় করতে পারে। এ পর্যায়ের বয়সসীমা ১৩-১৮ বছর পর্যন্ত। এ পর্যায়টি ২ ভাগে বিভক্ত। যেমন ১৩-১৫ বছর প্রারম্ভিক বয়ঃসন্ধিকাল, ১৫-১৮ বছর বিলম্বিত বয়ঃসন্ধিকাল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশমূলক কাজ
পাঠ-৬.২ : তারুণ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
পাঠ-৬.৩ : তারুণ্যের আবেগ
পাঠ-৬.৪ : তারুণ্যে সামাজিক অভিযোজন ও নৈতিকতা
পাঠ-৬.৫ : তারুণ্যে পেশা নির্বাচন
পাঠ-৬.৬ : তারুণ্যে বিপর্যয়
পাঠ-৬.৭ : তারুণ্যের বিপর্যয় রোধে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

পাঠ-৬.১ তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশমূলক কাজ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- তারুণ্যের বিকাশমূলক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of adolescence)

তরুণ বয়স প্রাপ্তবয়সের সূচনা এবং মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বয়সে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা কিশোর বা অন্যান্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। এ বয়সের পরিবর্তনসমূহ দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় তরুণদেরকে শৈশবকালের স্বভাব ও অভ্যাস পরিবর্তন করে নতুন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে হয়।

১। **দৈহিক পরিবর্তন ও যৌন পরিপক্কতা অর্জন-** দৈহিক পরিবর্তন ও যৌন পরিপক্কতা অর্জন তরুণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেমন– মেয়েদের ডিম্বকোষ, জরায়ু, স্তন এবং অন্য অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি এবং পুরুষের/ছেলেদের প্রস্টেট গ্রন্থি, শুক্রবাহী কোষসমূহের বৃদ্ধি ঘটে। যৌন পরিপক্কতা অর্জনের সাথে সাথে উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে।

২। **অত্যধিক আবেগপ্রবণতা-** অত্যধিক আবেগপ্রবণতা তরুণদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবেগ প্রবণতার মাত্রা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে।

৩। **নিজ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা পোষণ-** এসময় তরুণরা নিজের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও আগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা লাভ করে। অনভিজ্ঞতার কারণে প্রত্যাশা পূরণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

৪। **মূল্যবোধের পরিবর্তন-** নিজেকে স্বাধীন মনে করায় কোনো সমস্যা সমাধানে বড়দের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে। অনভিজ্ঞতার কারণে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে বিষণ্নতায় ভোগে। অনেক সময় ভয়াবহ পরিণতি ঘটায়।

৫। **আত্মপরিচিতি অর্জন-** পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মতো আত্মপরিচয় লাভ করায় প্রতিক্রিয়া করার অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা যায়।

৬। **তরুণ বয়স সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা-** তরুণ বয়স সম্পর্কে সমাজের নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন মানসিক অবস্থায়, যেমন– অবাস্তব চিন্তা, নীতিবোধের অভাব ও সহানুভূতিহীন মনোভাবের কারণে বড়দের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

তরুণদের মধ্যে যারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করে, অন্যায়ের কাছে মাথানত করে না, তারা পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন জাগরণের পথে অগ্রসর হয়। আর যারা বিপরীতমুখী তারা অন্যায়ের দিকে পা বাড়ায় এবং তাদের দ্বারা পরিবার ও সমাজ কলুষিত হয়, অবক্ষয় দেখা দেয়।

বিকাশমূলক কার্যাবলি (Developmental task)

তারুণ্য প্রাপ্তবয়সের সূচনা পর্ব। তরুণ বয়সের সব ধরনের বিকাশমূলক কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুসুলভ মনোভাব এবং আচরণ পরিত্যাগ করার যোগ্যতা অর্জন এবং ক্রমশ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনোবিজ্ঞানী Havinghurst এর মতে, তারুণ্যের বিকাশমূলক কার্যাবলি নিম্নরূপ–

- সমবয়সী ছেলেমেয়ে একত্রে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।
- নারী-পুরুষ হিসেবে সামাজিক ভূমিকা পালন।
- নিজের দৈহিক গঠন স্বীকার করে নিয়ে দৈহিক শক্তির যথার্থ ব্যবহার।
- মা-বাবা ও বয়স্কদের অযাচিত আদর, ভালোবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে শেখা।
- অর্থোপার্জনের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণের প্রস্তুতি। বিবাহ ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুতি।
- নিজেকে পরিচালিত করার জন্য একটি নীতিমালা উদ্ভাবন ও একটি আদর্শ গ্রহণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

সারাংশ

বয়োবৃদ্ধির মাধ্যমে পরিপক্কতা অর্জন হচ্ছে তারুণ্য। এটি আত্মপরিচিতি অর্জনের বয়স। বাবা-মা ও তার চিন্তাধারার মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয় এবং কোনো ব্যাপারে বড়দের হস্তক্ষেপ তাদের পছন্দ হয় না। তরুণরা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করার জন্য পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যেসব অভ্যাস দেখা যায়, যেমন- ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যা মোটেই কাম্য নয়। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিকাশমূলক কাজ হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। তরুণের বয়সসীমা কত?

ক) ১৩-১৮ বছর
খ) ১১-১৬ বছর
গ) ১২-১৭ বছর
ঘ) ১৩-২০ বছর

২। তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) তারুণ্য মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন সাধনের বয়স
খ) তারুণ্য ভারসাম্যহীন
গ) তারুণ্য বাস্তব চিন্তাভাবনার সময়
ঘ) তারুণ্য গুরুত্বহীন

পাঠ-৬.২ তারুণ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- তারুণ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তারুণ্যের বিপত্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন (Changes of personality)

প্রত্যেক মানুষই আচরণগতভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটায় এবং ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রতা দান করে। তরুণ বয়সে মানুষের ব্যক্তিত্বের বীজ রোপিত হয়। এ সময় শিশুকালীন মন মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন ঘটে। শৈশবে যেসব ছেলে মেয়েকে নিজেদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য বই ও খেলাধুলার মাধ্যমে বিভিন্ন নৈপুণ্য ও কৌশল অর্জন করতে উৎসাহিত করা হয়, তারা পরবর্তীতে অনন্য ব্যক্তিত্বের এবং স্বকীয়তার অধিকারী হয়। যেসব ছেলেমেয়েরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে নিজ যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম হতাশ হয়, তাদের আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণকর।

- তরুণ বয়সে নিজ লিঙ্গভুক্ত অথবা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীদের কাছে কোন কোন গুণ প্রশংসিত হবে তা বুঝতে পারে এবং সেভাবে নিজেকে সংস্কার করার চেষ্টা করে।
- অনেক তরুণ-তরুণী দলীয় আচরণের মানকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসাবে গ্রহণ করে এবং সে মানদন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করে।
- সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান করতে গিয়ে পরিণত আবেগ, প্রত্যাশিত সামাজিক আচরণ ও সহনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এতে আত্মধারণা দৃঢ় হয়।
- দলের স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হলে হীনমন্যতায় ভোগে। ফলে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে না।
- দৈহিক আকর্ষণ ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে, ফলে সামাজিক স্বীকৃতি আরো বৃদ্ধি পায়।
- আদর্শ হিসাবে পরিবারের বা পরিবারের বাইরে কোনো একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে এবং তার মতো হতে চায়।
- সৃজনশীলতার প্রকাশ তরুণ বয়সকে বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে।
- বংশগতি থেকে প্রাপ্ত শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সমাজের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।
- বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসচেতনতা, নৈতিকতা, বিবেক, দায়িত্বশীলতা, সহিষ্ণুতা, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তারুণ্যের ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

তারুণ্যের বিপত্তি (Hazards of Adolescence)

তরুণ বয়সে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিপত্তি দেখা দিতে পারে–

১। **শারীরিক বিপত্তিঃ** শারীরিক অসুস্থতা, খুব মোটা বা খুব ক্ষীণ স্বাস্থ্য বিপত্তির সৃষ্টি করে। এ বয়সে অনেক ছেলে মেয়েকে অগোছালো ও শ্রীহীন জীবনযাপন করতে দেখা যায়। সুন্দর চেহারা ও দৈহিক কাঠামো দাম্ভিকতার জন্ম দেয়।

২। **মানসিক বিপত্তিঃ** অপরিপক্ক আচরণ বা বিলম্বিত পরিপক্কতা, দীর্ঘদিন পরনির্ভরশীলতা তরুণ বয়সে মানসিক বিপত্তির সৃষ্টি করে।

৩। **সামাজিক বিপত্তিঃ** অপরিপক্ক যেসব সামাজিক আচরণ বিপত্তির সৃষ্টি করে তা হলো– সমবয়সীদের সাথে আচরণের অক্ষমতা, দলীয় স্বীকৃতির অভাব, নিজের মর্যাদার বিষয়ে অনিশ্চয়তা, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা, গর্ব করা, অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ, অপ্রচলিত ভাষায় কথা বলা, অপসংস্কৃতি লালন করা ইত্যাদি।

৪। **যৌন বিপত্তি:** সমাজ স্বীকৃত যৌন আচরণ প্রত্যাখ্যান করে যৌন বিষয়ে অযৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার আগেই বিবাহ করে বিপত্তির সৃষ্টি করে।

৫। **নৈতিক বিপত্তি:** প্রতিকূল পরিবেশ এবং আদর্শ নীতিবোধের অভাবে তরুণদের অপরাধমূলক আচরণ করতে দেখা যায়। যেমন– চুরি করা, মিথ্যা বলা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

৬। **পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের অভাব:** পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সাথে মতের অমিল, বড়দের সমালোচনা, কথা অমান্য করা ইত্যাদি তারুণ্যের প্রথম দিকে কিছুটা স্বাভাবিক হলেও শেষের দিকে বিপত্তির সৃষ্টি করে। কলহপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ ও সঙ্গ প্রদানের অভাবে ছেলেমেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তারা পরিবারে বা পরিবারের বাইরে সহজে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অভিযোজন ব্যাহত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনসমূহ আলোচনা করুন। ২। তারুণ্যের বিপত্তিসমূহ বর্ণনা করুন।

সারাংশ

তারুণ্যের শুরুতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তরুণরা অনেক সময় বই পড়ে, আদর্শ চরিত্র দেখে, নিজেদের সংস্কারের চেষ্টা করে। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে তারা চেষ্টা করে। তরুণ বয়সে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিপত্তি দেখা দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তারুণ্যে মানসিক বিপত্তির কারণ কী?

i. দুর্বল ভিত্তি
ii. বিলম্বিত পরিপক্কতা
iii. পরনির্ভরশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। মানুষের ব্যক্তিত্বের বীজ রোপিত হয় কোন বয়সে?

ক) তরুণ বয়সে খ) শৈশবে
গ) জন্মের পরে ঘ) বৃদ্ধ বয়সে

পাঠ-৬.৩ তারুণ্যের আবেগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আবেগ ও আবেগের প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- তারুণ্যে আবেগের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আবেগের সময় আচরণগত পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আবেগ (Emotion)

কোনো উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়ার ফলে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত যে পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে আমাদের মধ্যে হাসি, আনন্দ, উল্লাস, কান্না, দুঃখবোধ, ভয়-ভীতি, হিংসা ইত্যাদি অনুভূতির সৃষ্টি করে তাই আবেগ। আবেগের ফলে মানুষের স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে। আবেগকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১। **ইতিবাচক আবেগ:** ইতিবাচক আবেগ মানবিক মূল্যবোধকে বিকশিত করে, প্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ মানুষকে সুখী করে। ইতিবাচক আবেগ হলো- আনন্দ, উল্লাস, হাসি, সুখ, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদি।

২। **নেতিবাচক আবেগ:** আনন্দহীন পরিবেশ মানুষের মধ্যে হতাশা ও বিষণ্নতার জন্ম দেয়। কোনো কোনো আবেগের আধিক্যের ফলে পক্ষপাতিত্ব অস্বাভাবিক কথাবার্তা, নৈতিক অবক্ষয়, বিচার-বিবেচনা লোপ ও ধ্বংসাত্মক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ নেতিবাচক আবেগ অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন– কান্না, রাগ, হিংসা, ক্ষোভ, ভয় ইত্যাদি।

তারুণ্যের আবেগ (Emotion of adolescence)

তারুণ্য সম্পর্কে সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত তা হলো, তারুণ্য ঝড়-ঝঞ্ঝার বয়স, মানসিক পীড়ন ও বিপর্যয়ের সময়। এ বয়সের প্রথম পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের দৈহিক পরিবর্তনের ফলে আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে অতিরিক্ত আবেগের কারণ হিসাবে শুধু দৈহিক পরিবর্তনকে দায়ী করা যায় না, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণ এর জন্য দায়ী। প্রতিকূল পরিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনেক সংকটের সৃষ্টি করে। এ ধরনের পরিবেশে লালিত শিশু হীনমন্যতায় ভোগে বা অপরাধপ্রবণ হয়। অনুকূল পরিবেশে আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ হয়।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মায়। Gesell ও অন্যান্য গবেষকদের বিবরণ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা খিটখিটে মেজাজের হয়। এরা সহজে উত্তেজিত হয় এবং নিজেদের আবেগময় অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে আবেগে ফেটে পড়ে। রেগে গেলে তরুণ-তরুণীরা চেঁচামেচি করা ছাড়াও অভিমান করে। ফলে অনেক সময় কথা বলতে চায় না অথবা ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যক্তিদের তীব্র সমালোচনা করে।

তারুণ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। বিশেষ বিশেষ কারণে রেগে যায় বা খুশি হয়।

আবেগের আচরণগত পরিবর্তন (Behavioural Changes of Emotion)

আবেগ হলো দেহের একটি আলোড়িত অবস্থা যা অভিজ্ঞতা, আচরণ ও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আবেগের সৃষ্টি হলে শরীরের অভ্যন্তরে অনেক পরিবর্তন ঘটে। নিচে আবেগকালীন দৈহিক পরিবর্তনগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। **রক্তের চাপ:** আবেগের সময় রক্তের চাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় রক্তবাহী নালীর সাহায্যে রক্ত ত্বকের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে লজ্জায় ফর্সা লোকের মুখমন্ডল লাল হয়ে যায়। আবার রক্তবাহী নালীর সাহায্যে রক্ত ত্বক থেকে নিম্নাভিমুখীও হয়ে থাকে। যেমন- ভয়ে বা দুঃসংবাদ শুনে আমাদের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

২। **হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া:** আবেগের সময় হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ভয়ে আমাদের বুক ধড়ফড় করে। অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ-এর সাহায্যে হৃৎপিন্ডের এই পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়।

৩। **চোখের তারার পরিবর্তন:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ হলে চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। আবার ভয়ে বা বিস্ময়ে চক্ষুর তারার প্রসারণ ঘটে। চোখের এই পরিবর্তন পিউপিলো মিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

৪। **শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন:** কোনো বিশেষ আবেগময় পরিস্থিতিতে হয়তো দম ফুরিয়ে যায়, আবার বিশেষ কোনো দুঃখের মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস হয়, অথবা ক্রুদ্ধ হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। নিউমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৫। **লালা ক্ষরণ:** তীব্র আবেগের সময় লালাক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে যায়।

৬। **লোমের প্রতিক্রিয়া:** তীব্র আবেগে শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে এবং লোমগুলো খাড়া হয়ে যায়।

৭। **পাকস্থলীর ক্রিয়া:** আবেগের সময় অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে বমি বমি ভাব হয়, আবার অনেকেরই পেটের পীড়া দেখা দেয়।

৮। **রক্তের উপাদানের পরিবর্তন:** আবেগের সময় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং রক্তে হরমোন ক্ষরণ হয়ে থাকে। যেমন− আবেগের সময় রক্তে এড্রিনাল মেডুলা এড্রিনালিন হরমোন নিঃসরণ করে থাকে।

৯। **ঘাম নিঃসরণ:** তীব্র আবেগে ঘর্ম-গ্রন্থির কাজ বেড়ে যায় এবং প্রচুর ঘাম নির্গত হয়।

১০। **অন্ত্রের ক্রিয়া:** তীব্র আবেগের সময় অন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মাংসপেশির অনৈচ্ছিক শিথিলতা আসে। ফলে তীব্র ভীতিতে মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলে।

১১। **মুখভঙ্গি:** আবেগ তাড়িত হলে চক্ষু, নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপালসহ মুখমন্ডলের পরিবর্তন হয়।

১২। **কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন:** তীব্র আবেগের ফলে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যের আবেগের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। ২। আবেগকালীন সময়ে আচরণগত পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

আবেগ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা। আবেগ সৃষ্টি হলে মানুষের মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের আবেগের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবেগ সৃষ্টি হলে শরীরের অভ্যন্তরে অনেক পরিবর্তন ঘটে। অসংযত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে গঠনমূলক আবেগের বিকাশ ঘটালে জীবন সুন্দর ও সাবলীল হয়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আবেগ কত প্রকার?
- ক) ৪ প্রকার
- খ) ২ প্রকার
- গ) ৫ প্রকার
- ঘ) ৩ প্রকার

২। তীব্র আবেগের সময় হৃৎপিন্ডের দ্রুত গতি পরিমাপ করা হয় কীসের সাহায্যে?
- ক) ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে
- খ) পিউপিলো মিটারের সাহায্যে
- গ) নিউমোগ্রাফের সাহায্যে
- ঘ) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সাহায্যে

পাঠ-৬.৪ তারুণ্যে সামাজিক অভিযোজন ও নৈতিকতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- তরুণ বয়সে সামাজিক অভিযোজনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তারুণ্যে নৈতিক আচরণের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

সামাজিক অভিযোজন (Social Adjustment)

তরুণ বয়সের সবচেয়ে একটি কঠিন বিকাশমূলক কাজ হলো সামাজিক অভিযোজন। পরিবারভুক্ত নয় এমন ব্যক্তি, সহপাঠী ও বিপরীত লিঙ্গের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো সামাজিক আচরণ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে অভিযোজন করতে হয়।

ক) **সমবয়সী দলের প্রভাব:** এ বয়সের ছেলে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় গৃহের বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বন্ধুদের সাথে কাটায়। সে কারণে তাদের মনোভাব, কথাবার্তা, আগ্রহ ও আচরণের ওপর পরিবারের চেয়ে সমবয়সী দলের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। দলের প্রভাবে বা কৌতূহলবশত তারা মদ্যপান, ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয় এবং ধীরে ধীরে সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। সঙ্গীদের প্রভাবে তাদের মধ্যে আত্মধারণা জন্মলাভ করে এবং বয়সোপযোগী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে শেখে। আবার সঙ্গী ও দলের প্রভাবে নেতৃত্ব লাভের সুযোগ লাভ করে।

খ) **সামাজিক আচরণ পরিবর্তন:** তরুণদের মধ্যে শৈশবকালীন বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ফলে তারা একে অপরকে সঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড, যেমন– নাচ, গান, আড্ডা ও খেলাধুলায় যত বেশি অংশগ্রহণ করে তাদের সামাজিক নৈপুণ্য অর্জনের ক্ষমতা তত বেশি হয়। ফলে তাদের সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি উন্নত হয় এবং অভিযোজন সহজতর হয়।

গ) **নতুন সামাজিক দল গঠন:** শৈশবে ছেলেমেয়েরা যে দল গঠন করে তারুণ্যে এসে তা ভেঙ্গে যায়। তারুণ্যের শেষ দিকে পরিশ্রম সাপেক্ষ খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। নিয়ম মাফিক সামাজিক কর্মকান্ড এবং কম পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। সে কারণে এ বয়সে নতুন দল গঠিত হয়। ছেলেদের দলের আকৃতি বড় হয়, মেয়েদের দলের আকৃতি ছোট ও দৃঢ় হয় এবং দল গঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সঠিকভাবে বোঝা যায়।

ঘ) **বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব:** একই স্কুলে বা একই এলাকায় বসবাস করার মধ্য দিয়ে সান্নিধ্য বৃদ্ধি পায়। তারুণ্যে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব তখনই গড়ে উঠে, যখন পরস্পরের আগ্রহ ও মূল্যবোধের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, একে অন্যকে বুঝতে পারে এবং একে অন্যের সান্নিধ্যে নিরাপদবোধ করে।

ঙ) **নেতা নির্বাচনের জন্য নতুন গুণাবলি নির্ধারণ:** তরুণদের মধ্যে যে সমাজের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরে এমন ব্যক্তিকে সকলে নেতা হিসাবে দেখতে পছন্দ করে। নেতাকে উন্নত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সবার প্রসংশা পাওয়ার যোগ্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র হতে হয়। তরুণ নেতারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে পারে। তরুণদের কাছে নেতার আকর্ষণীয় চেহারা, পোশাকের পরিপাট্য ও ব্যক্তিত্ব আবশ্যকীয় বিষয়। যেসব তরুণ তরুণী সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে তাদের সামাজিক অভিযোজনও সুষ্ঠু হয়। তারা বন্ধুসুলভ ও সহযোগিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করে এবং সহজেই সমবয়সী ও অন্য সকলকে আকর্ষণ করতে পারে।

নৈতিকতা (Morality)

প্রতিটি সমাজে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি থাকে। নির্ধারিত এ সব রীতিনীতি অনুযায়ী ভালো-মন্দ, বিচার-বুদ্ধি ও লোভ প্রতিহত করাই হলো নৈতিকতা।

তারুণ্যে নৈতিক আচরণের স্বরূপ

সমবয়সী দলের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজ আচরণের পরিবর্তন আনা তারুণ্যের নৈতিক আচরণের প্রথম ধাপ। ছোটবেলায় বড়দের নির্দেশনা, পরিচালনা এবং শাস্তির ফলে যেভাবে নিজেদের আচরণ সংশোধন করতে শেখে এ বয়সে সেভাবে প্রত্যাশিত আচরণ করতে পারে না। এ সময়ে নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে চিন্তাধারার বৃদ্ধি হয়। ফলে তারা সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বিশ্লেষণ করে এবং সে অনুযায়ী সমাধানের উপায় খোঁজে। এ সময় ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করতে শেখে। আবার অনেকের মধ্যে নৈতিকতার সফল উত্তরণ ঘটে না।

ফলে তারা অনেকেই সামাজিকভাবে অস্বীকৃত নৈতিক ধারণা গঠন করে। মিশেল (Mitchelle) তরুণদের নৈতিক আচরণের যে ৫টি পরিবর্তন দেখতে পান, সেগুলো হলো:

ক) বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শৈশবের স্থূল (concrete) নৈতিক ধারণা ধীরে ধীরে বিমূর্ত (abstract) ধারণায় রূপান্তরিত হয়।

খ) অন্যায় বোধের চেয়ে কাজের যথার্থতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। এ বয়সে ন্যায়পরায়ণতা বোধ প্রাধান্য লাভ করে।

গ) ছেলেমেয়েরা ক্রমে যুক্তির সাহায্যে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় তা বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করে।

ঘ) ন্যায় পরায়ণতাবোধের আত্মকেন্দ্রিক রূপটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়।

ঙ) এ বয়সে তরুণ-তরুণীরা একটি সমস্যার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা এবং সমাধান অনুমান করতে পারে।

নৈতিকতার চালিকাশক্তি হচ্ছে বিবেক। এই বিবেক মানুষের ভেতর থেকে জাগ্রত হয়। যেমন- অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগ সুষ্ঠু নৈতিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। শিশুরা নৈতিক শিক্ষা পরিবার থেকে লাভ করে। পরিবার থেকে নৈতিকতার যে ভিত্তি রচিত হয় তা ধর্মীয় শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে শাণিত হয়। আর্থসামাজিক অবস্থার মানদন্ড তরুণের নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে। মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট। উচ্চবিত্ত তরুণদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচারের কিছুটা নীতিবোধের অভাব থাকে। নিম্নবিত্তের যেসব তরুণ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ খুবই কম থাকে। ফলে তারা সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে।

নৈতিকতার বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেকোনো বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবেকের উন্মেষ হলে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। নৈতিক জীবনযাপন, অভীষ্ঠ লক্ষ্য, দৃঢ় মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম তরুণদের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যে সামাজিক অভিযোজনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। ২। তারুণ্যের নৈতিক আচরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

তারুণ্য হচ্ছে অভিযোজনের সংকটময়কাল। প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো বিভিন্ন সামাজিকে আচরণের মাধ্যমে অভিযোজন করতে হয়। তরুণ বয়সে সুন্দর ও সাবলীল অভিযোজনের জন্য স্বীকৃতি, ভালোবাসা, সাফল্য এবং অনুকূল পরিবেশ দরকার। সামাজিক প্রত্যাশানুযায়ী আচরণ করতে না পারলে তাদের মনে আত্মগ্লানির উদ্ভব হয়। এ বয়সে সামাজিক অভিযোজনের সাথে নৈতিকতা বোধের পরিবর্তন সাধিত হয়। আর্থসামাজিক অবস্থার মানদন্ড তরুণের নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে। তরুণ বয়সে দলীয় স্বীকৃতি, জাগ্রত বিবেক, সৃজনশীলতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তরুণ বয়সে দলের নেতা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা দরকার?

i. আকর্ষণীয় চেহারা ও পোশাকের পরিপাট্য
ii. বুদ্ধি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার গড় মানের উপরে
iii. ব্যক্তিত্ব ও আচরণের পরিপক্কতা গড় মানের উপরে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। নৈতিকতার চালিকা শক্তি কোনটি?

ক) বিবেক খ) অহংকার
গ) মানসিক শক্তি ঘ) অভিজ্ঞতা

পাঠ-৬.৫ তারুণ্যে পেশা নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পেশা নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পেশা নির্বাচনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পেশা (Occupation)

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন কোনো বিশেষ কাজ বা বৃত্তিকে বোঝায়। জীবনধারণের জন্য যে জীবিকার প্রয়োজন তাই হলো বৃত্তি। বৃত্তি জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়, প্রতিষ্ঠা আনে এবং সম্মান দেয়।

তারুণ্যে পেশা নির্বাচনের গুরুত্ব

শৈশব থেকেই একজন ব্যক্তি জীবিকা নির্বাচনের তাগিদ অনুভব করে। প্রাক-শৈশবকালে একটি শিশু মা-বাবার পেশা, পাঠ্যপুস্তক, প্রচারমাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পন্থা সম্পর্কে অবহিত হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অপরিণত ও অনভিজ্ঞ থাকায় তারা সুচিন্তিতভাবে সঠিক জীবিকা নির্বাচন করতে পারে না। তবে ১১/১২ বছর বয়সে জীবিকা সম্পর্কে অলীক কল্পনা করে এবং প্রতিনিয়ত জীবিকা সম্পর্কে তাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তরুণ বয়সে শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক পরিপক্কতার ফলে পেশা ভাবনা দেখা যায়। কারণ, তরুণ বয়সে যেমন ছেলেমেয়েরা চলাফেরায় স্বাধীনতা চায়, তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বাবলম্বী হতে চায়। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই শুরু হয় তার জীবিকা নির্বাচনের চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তুতি।

কৈশোরের শেষ পর্যায়ে এবং তারুণ্যের সূচনায় বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অর্জন করে। যৌবনে পদার্পন করলে চাকরি করার যোগ্যতা আছে কিনা এবং সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনা করে। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাগত মর্যাদা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করায় চাকরি গ্রহণের পূর্বেই প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা, চাকরির সুযোগ-সুবিধা, স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও নিরাপত্তা ইত্যাদি শর্ত তরুণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তবে পেশা নির্বাচন তরুণ বয়সে প্রতিষ্ঠা আনার একটা মাধ্যম।

পেশা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

যেকোনো পেশা নির্বাচনে কতগুলো উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **মা-বাবার ইচ্ছা:** ছেলেমেয়েরা সাধারণত জীবিকা বা পেশা বাছাই করার সময় মা-বাবার ইচ্ছাকেই মেনে নেয়। তাদের জন্য মা-বাবার প্রভাব দু'রকম।

প্রথমত, মা বাবা এমন পেশাই ছেলেমেয়ের জন্য উপযুক্ত মনে করেন যা তাদের ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, যে পেশার সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, মা বাবা সে পেশা পছন্দ করতে ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করেন না। মা-বাবার অতিরিক্ত কড়া মনোভাবের জন্য ছেলেমেয়ের জীবিকা বাছাইয়ের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যায় বা দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কাজের প্রতি অনীহাভাব গড়ে তোলে।

২। **পারিবারিক সম্পর্ক:** মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক তার জীবিকা নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অতিরিক্ত চাহিদা সম্পন্ন মা-বাবা সন্তানের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়।

৩। **পারিবারিক মর্যাদা:** যে সমস্ত মা বাবা সামাজিক মর্যাদা এবং খ্যাতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তারা ছেলেমেয়েকে ঐ সমস্ত পেশায় নিয়োজিত করার জন্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়। তারা তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পেশার জন্য বড়দের আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়।

৪। **জীবিকায় খ্যাতি:** ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখে যে, পেশার মর্যাদায় মানুষের মর্যাদা বাড়ে। উঁচু দরের পেশাভিত্তিক লোকেরা সমাজে সম্মানিত কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি সমাজের নিচু স্তরে বাস করে। যে সমস্ত জীবিকায় খ্যাতি, যশ এবং মর্যাদা আছে ছেলেমেয়েরা সেসব পেশাকেই উপযুক্ত পেশা বলে ধরে নেয়।

৫। **দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব এবং শখ:** পেশা নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব এবং আগ্রহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উন্নত ধীসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা উঁচুদরের পেশা, যেমন- ডাক্তার, প্রোকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় বেশি আগ্রহী হয়। যাদের বুদ্ধি কম তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা, কেরানীর চাকরি এবং দক্ষ শ্রমিকের পেশাকে অবলম্বন করে। জীবিকা নির্বাচনে বুদ্ধির মত ব্যক্তিত্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে ভীরু স্বভাবের তারা নিরাপদ পেশা বাছাই করে। দুঃসাহসিকতার ঝুঁকি নিতে তারা ভয় পায়। আর যদি কোনো বিষয়ে কারো শখ থাকে, যেমন– অঙ্কন, তাহলে সে তার জীবনের পেশায় সেই শখ আরোপ করার চেষ্টা করে।

৬। **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** যে সংস্কৃতিতে যে পেশা বেশি মূল্যবান ছেলেমেয়েরা সেই পেশাকেই বেছে নেবার স্বপ্ন দেখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যে পেশা নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ২। পেশা নির্বাচনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।

সারাংশ

পেশা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তারুণ্যের একটি গরুত্বপূর্ণ বিকাশ। যেকোন পেশায় সাফল্য লাভের জন্য বুদ্ধি ছাড়াও অধ্যাবসায়, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা দরকার। আমাদের দেশে তরুণদের জীবিকা নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থা, মা-বাবার ইচ্ছা, পেশার খ্যাতি, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পেশা নির্বাচন তরুণ বয়সে প্রতিষ্ঠা আনার একটা মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জীবিকা সম্পর্কে অলীক কল্পনা করে কোন বয়সে?

ক) ১১/১২ বছর বয়সে খ) ১৫/১৬ বছর বয়সে
গ) ২০/২২ বছর বয়সে ঘ) ২০/২৫ বছর বয়সে

২। তরুণদের জীবিকা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে–

i. শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থা
ii. মা-বাবার ইচ্ছা, জীবিকার খ্যাতি
iii. পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ তারুণ্যে বিপর্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- তারুণ্যের বিপর্যয়ের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন;
- তারুণ্যের বিপর্যয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সমাজবিরোধী কাজগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মাদক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

তারুণ্যের বিপর্যয় (Hazards of Adolescence)

তারুণ্য একটি সংকটময় কাল। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে অসংগতি, হতাশা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে পরিবার, স্কুল এবং সমাজে তারা এক ধরনের ‘সমস্যাময়’ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

তারুণ্যে বিপর্যয়ের ধরন

তারুণ্যে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। নিচে বিপর্যয়ের ধরনগুলো আলোচনা করা হলো:

ক) **সামাজিক দাসত্ব (Soial enslavement):** তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েরা তার দলের অনুমোদন লাভের জন্য নিজের সত্তা, আদর্শ, আত্মবোধ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা সবই বিসর্জন দেয় এবং প্রায় অন্ধের মতো যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে নিজেকে আত্মবলি দেয়। আস্থাহীন, অপরিণত, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, স্কুল পালানো এবং পরিবারের মধ্যে অমিল ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রভাবে এ জাতীয় দল ও দলের প্রতি দাসত্ব বেশি দেখা যায়। তবে এদের সমাজে পুনর্বাসন করা বেশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

খ) **সামাজিক অন্তরণ (Social Isolation):** সামাজিক অন্তরণ সামাজিক দাসত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ এখানে ছেলে-মেয়েরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যখন তারা দল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন তারা নিজেদের প্রায় একঘরে ও কোণঠাসা করে রাখে। এসব ছেলে-মেয়েরা অবাস্তব কল্পনাপ্রবণ হয়।

গ) **আত্মদ্বন্দ্ব (Self confusion):** অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এরা নিজেদের আত্মবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ, এরা নিজেদের কোনো মূল্যই উপলব্ধি করতে পারে না এবং হতাশা ও উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটায়। এরা পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, দল ত্যাগ করে। এরা অনেক সময় বাবা-মা অথবা শিক্ষকের আদেশ, উপদেশ বা পরিচালনার প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করে এবং সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এক সময় ঘর ত্যাগ করে। এদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, এমনকি নিজের প্রতি আস্থাবান করাটাও বেশ কষ্টকর এবং এদের জীবনে অসফলতাও বেশি দেখা যায়।

ঘ) **তারুণ্যে অপরাধ:** আজকের পরিবর্তনশীল ও অস্থিতিশীল সমাজে তরুণদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ তরুণের অপরাধ ১৮/১৯ বছর থেকে ২০/২২ বছর পর্যন্ত চলে, তবুও ১০/১১ বছর বয়স থেকেই এ অপরাধ প্রবণতা শুরু হয়। লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতা, মানসিক সমস্যা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে খাপ-খাওয়াতে না পারা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, অভাব, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি কারণে অনেক তরুণ স্কুল পালায়। এ জাতীয় অপরাধ সামাজিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের অবক্ষয় ঘটায়।

তারুণ্যে বিপর্যয়ের কারণ

তারুণ্যে বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিচে বিভিন্ন কারণগুলো আলোচনা করা হলো–

১। **শারীরিক কারণ:** বিকলাঙ্গতা এবং শারীরিক অসুস্থতা তরুণদের অপরাধ প্রবণতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

২। **প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ:** যে পরিবারে বাবা-মার দাম্পত্য কলহ, তাদের সমাজবিরোধী ও পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ চলে তাকে প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ বলে। সন্তানকে শাসনের ক্ষেত্রে বাবা-মার অতিরিক্ত রক্ষনশীল

আচরণ, প্রত্যাখ্যান, স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, সন্তানের স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন, অসৎ সঙ্গ, শিল্প এলাকায় বসবাস, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি বিষয় তারুণ্যের জীবনকে চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়।

৩। **পরিবারে সন্তানের স্থান:** পরিবারে সন্তানের নিজস্ব স্থানটি তার মানস গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাধারণত একমাত্র সন্তান, প্রথম ও কনিষ্ঠ সন্তান অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে উশৃঙ্খল হয়ে যায়।

৪। **প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ:** সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত কাজগুলোই হচ্ছে সমাজবিরোধী কাজ। আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যখন তরুণদের অনুকূলে থাকে না তখন ছেলেমেয়েরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং নানা রকম সমাজবিরোধী কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

৫। **অর্থনৈতিক কারণ:** দারিদ্র্যকে তরুণদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন মা-বাবা যখন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তারা একই বয়সের অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নানারকম অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়।

৬। **আদর্শ দৃষ্টান্ত ও মূল্যবোধের অভাব:** আদর্শ দৃষ্টান্ত ও মূল্যবোধের অভাবে তরুণদের মধ্যে মিথ্যাচার, স্বেচ্ছাচার, প্রতারণা, যানবাহনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ, হরতাল, যানবাহন ভাঙচুর, ছিনতাই, হাইজ্যাক, জোর পূর্বক চাঁদা আদায়, সন্ত্রাস ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়। তাছাড়া বাবা-মা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অবাধ্য হয় এবং অশোভন আচরণ করে, মাদক বা অন্য কোনো নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পর্ণোগ্রাফি, ইভ টিজিং, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

৭। **অপসংস্কৃতির প্রভাব:** সংস্কৃতি যেমন জীবনকে সুন্দর করে অপসংস্কৃতি তেমনি জীবনকে ধ্বংস করে। অন্য সংস্কৃতি থেকে যেটা নেয়া হয়, সেটি যদি আমাদের সংস্কৃতির সাথে বেমানান হয়, তবে সেটা অপসংস্কৃতি। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতির বিকৃত রূপ হলো অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতির জোয়ারে আমাদের তরুণ সমাজ আজ আক্রান্ত। মূল্যবোধ হরণ, মাদক, খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ ইত্যাদি কার্যকলাপের মূলে রয়েছে অপসংস্কৃতি। দেশীয় সংস্কৃতির বাইরে কিছু করতে পারলে তারা নিজেকে ধন্য মনে করে।

মাদকাসক্তি (Drug Addiction)

বর্তমান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মাদক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং অনেক তরুণ জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সাধারণভাবে মাদক এমন এক পদার্থ যা গ্রহণের ফলে দেহে ও মনের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যাহত করে এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের খরচ মেটানোর জন্য পরিবারের জিনিসপত্র চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে এবং বিভিন্ন অপরাধ ও চোরাকারবারের সাথে জড়িত হয়।

মাদক থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

১। মাদক মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে। তাই মাদক সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব গঠন করে সচেতন হওয়া।

২। সভা, সমিতি, সেমিনার ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা।

৩। মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও চোরাকারবারীদের সাথে জড়িত না হওয়া বা তাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হওয়া।

৪। সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হওয়া, যাতে অবসর সময়ে খারাপ সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিশে মাদকের মতো জঘন্য নেশায় নিজেকে জড়াতে না পারে।

৫। তরুণ-তরুণীদের মা-বাবা ও পরিবারের সাথে সহজ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সুষ্ঠু পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৬। কোনো অবস্থাতেই বন্ধুবান্ধবের সাথে হাসি-ঠাট্টার ছলে মাদক বা এ জাতীয় কোনো দ্রব্য গ্রহণ না করা।

৭। তরুণদের উচিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যে বিপর্যয়ের ধরন ব্যাখ্যা করুন।
	২। মাদক থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় বর্ণনা করুন।

সারাংশ

তারুণ্যে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। তারুণ্যের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলো পরিবেশ, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, অপসংস্কৃতির জোয়ার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয়। পরিবারে অশান্তিকর পরিবেশ, বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে কলহ, মদ্যপান, উদাসীনতা এবং শিশুর প্রতি কঠোর শাসন নীতি বা একেবারে উদাসীনতা এবং অবহেলা তারুণ্যের বিপর্যয়কে তরান্বিত করে। মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজে এক মারাত্মক সমস্যা। মাদকে আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্যায়বোধ ও পরাজয়ের মনোভাব গড়ে ওঠে, ফলে সে পরিবার ও সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। মাদকাসক্তির পরিণাম অকাল মৃত্যু। তাই মাদকদ্রব্য থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তরুণ সমাজকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অপসংস্কৃতি বলতে বোঝায়–

i. যে সংস্কৃতি মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়
ii. বিদেশী সংস্কৃতি
iii. নিজ সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কহীন সংস্কৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২। তারুণ্যে অপরাধ প্রবণতা শুরু হয় কোন বয়স থেকে?

ক) ১০/১১ বছর থেকেই অপরাধ প্রবণতা শুরু হয়
খ) ২০/২২ বছর থেকেই অপরাধ প্রবণতা শুরু হয়
গ) ৩০/৩৫ বছর থেকেই অপরাধ প্রবণতা শুরু হয়
ঘ) ৮/৯ বছর থেকেই অপরাধ প্রবণতা শুরু হয়

পাঠ-৬.৭ তারুণ্যের বিপর্যয়রোধে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- তারুণ্যের বিপর্যয়রোধে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন।

তারুণ্যের বিপর্যয় রোধ

তারুণ্যের বিপর্যয়রোধে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তরুণদেরও সচেতন ও কৌশলী হওয়া দরকার। বিশেষ করে তারুণ্যের প্রথম ধাপে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি রোধ করতে তরুণদের সচেতন হতে হবে।

পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

১। সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ, ভাইবোনদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ছেলেমেয়েদের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

২। তরুণদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ থাকতে হবে, যেন তারা নিজেকে সেভাবে গড়তে অনুপ্রাণিত হয়।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত পরিবেশ, প্রচার মাধ্যম, বিশেষ করে টিভি, রেডিও, সিনেমা, পত্র-পত্রিকাগুলোর ইতিবাচক ও গঠন মূলক ভূমিকা তরুণদের সুপথে চালিত করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৪। তরুণ সমাজের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ, ধর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা ও মাদকবিরোধী কর্মকান্ড তাদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

৫। তরুণরা স্কাউট, বি.এন.সি.সি. প্রভৃতি সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকলে ব্যক্তিত্ব সুগঠিত হয়।

৬। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে আচরণের উন্নয়ন সাধন, মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, দুর্নীতি ও কৃত্রিমতাকে বিসর্জন দিয়ে সুস্থ, সাবলীল জীবন-যাপন করতে হবে।

৭। অপসংস্কৃতি রোধ করতে হবে যাতে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সভ্য ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

তরুণদের উচিত অবসর সময়ে সৃজনশীল কাজ, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মাদক, অপসংস্কৃতি, অর্থলিপ্সা ইত্যাদি রোধ করে নিজেকে আদর্শ ও বিবেকবান মানুষে পরিণত করা। এজন্য দরকার সুশিক্ষা গ্রহণ, দৃঢ় মনোবল ও ঐক্য। আমাদের তরুণ সমাজ নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলে নবজাগরণের সূচনা করবে, সেই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা

আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা মাদকাসক্তি, ইভ টিজিং ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। এ হয়রানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে কৌশলী হতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো সাহস থাকতে হবে।

১। যারা ইভ টিজিং, যৌন হয়রানি করে, নানা ধরনের আশোভন শব্দ, বাক্য বা ভঙ্গির মাধ্যমে অন্যকে উত্যক্ত করে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। এ ধরনের ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অবহিত করা, তাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা।

২। উত্তক্তকারীরা পরিচিত হলে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের আচরণ অন্যের জীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ ও কষ্টের কারণ হতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৩। নিজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শালীন পোশাক পরিধান করা। অন্যকে শারীরিকভাবে আকর্ষণ করে এমন পোশাক পরিধান না করা। ভালো ও মন্দের স্পর্শানুভূতি উপলব্ধি করতে পারা।

৪। কোনো ব্যক্তির ভালোমানুষীভাব দেখে তাকে বিশ্বাস না করা। নিপীড়নকারীরা ভালো মানুষের ভাব ধরে থাকে।

৫। যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা। মাদক ও নিজের শরীরের প্রতি সচেতন থাকা। প্রতিটি মেয়েকে বুঝতে হবে, নিজের মানসম্মান নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। তাই আত্মসচেতন থাকা।

৬। শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে নিজের পড়াশোনা ও কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৭। নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা। নিপীড়নের গঠনমূলক ও কার্যকর প্রতিবাদ এবং এর জন্য সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা।

৮। বিনোদনমূলক এবং গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৯। যৌন নিপীড়ন করা একটি অনৈতিক কাজ এবং ধর্মীয় অনুশাসনে মারাত্মক পাপ। অন্যের সাথে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা পরিহার করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। তারুণ্যের বিপর্যয়রোধে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। ২। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় বর্ণনা করুন।

সারাংশ

তারুণ্যের বিপর্যয় রোধের উপায় খুঁজে বের করলে আমাদের তরুণ সমাজকে বিভিন্ন প্রকার সমাজবিরোধী কাজ, অপরাধ, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমস্যা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা তরুণদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বলতে বোঝায়, তরুণদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কাজে বাধ্য করা, যা তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয় বা হতে পারে। আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে তরুণ-তরুণীরা শারীরিক, মানসিক এবং যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তরুণদের কোন ধরনের সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া উচিত?

ক) স্কাউট, বি.এন.সি.সি. খ) চোরাকারবারি

গ) রাজনৈতিক সংগঠন ঘ) সভা, সমিতি

২। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত?

i. দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদ করা

ii. নির্ভরযোগ্য বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা

iii. কৌশলী হতে হবে এবং সাহস থাকতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সবুজ বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তার বয়স এখন ১৫ বছর। তার বাবা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মা একটি কলেজে কর্মরত। সে ইদানীং কারো কথা শোনে না, ঠিকমতো পড়াশোনা করে না, মা-বাবাকে এড়িয়ে চলে। সবুজের মা বুঝতে পারে যে, সে পরিবারের সবার সাথে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারছে না। সবুজের মা এই বিষয়টি নিয়ে তার বাবার সাথে আলোচনা করে। পরিবারের সবাই ছেলেটিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার চেষ্টা করে।

ক) তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।
খ) পরিবারে সবুজের অভিযোজন করার উপায় বর্ণনা করুন।
গ) সবুজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য তার পরিবার কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) তারুণ্যে নৈতিক আচরণে কী কী পরিবর্তন আসে? ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। তারুণ্যে কী ধরনের শারীরিক পরিবর্তন আসে?
২। তারুণ্যের বিকাশমূলক কাজগুলো সম্পর্কে লিখুন।
৩। তারুণ্যের আবেগ সম্পর্কে লিখুন।
৪। তারুণ্যের বিপর্যয়ে অপসংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৫। মদকাসক্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ‘সামাজিক অভিযোজন তরুণ্যের সবচেয়ে কঠিন বিকাশমূলক কাজ’ –ব্যাখ্যা করুন।
২। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশলগুলো আলোচনা করুন।
৩। তারুণ্যে পেশা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
৪। তারুণ্যের ব্যক্তিত্ব ও বিপত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫। আবেগকালীন সময়ে আচরণগত পরিবর্তনসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ : ১। ক ২। ঘ